হলিউড টপচার্ট

তি 'কিং কং' এ সপ্তাহেও শীর্ষস্থানে অনড় অবস্থান ধরে রেখেছে। তাও আবার তি অবস্থান যে, আগামী সপ্তাহেও এর কোন তারতম্য ঘটবে বলে মনে করছেন না

	পরিচালক	অভিনেতা/অভিনেত্রী
	পিটার জ্যাকসন	নওমি ওয়ার্টস, জ্যাক ব্ল্যাকপ্রমুখ।
...।	এন্ড্রু অ্যাডামসন	গোর্গি হেনলি, স্কেন্ডর কিনেসপ্রমুখ।
	রোমাস বেজ্জুচা	ডারমোট মুল রোনি, ডায়ানে কিটনপ্রমুখ।
	মাইক মুয়েল	ড্যানিয়েল রেডক্লিফ, এমা ওয়ার্টসনপ্রমুখ।
	স্টিফেন গ্যাথান	জর্জ ক্লুনি, ম্যাট ড্যামনপ্রমুখ।

ড ফিল্মি বাজারের দখলদারি অ্যাকশনধর্মী পরিচালকদের কব্জায়ই থেকে গেল। পিছে ফেলে এগিয়ে এসেছে অপূর্ব লাক্ষের 'এক আজনবি' অ্যাকশন ছবিটি।

	পরিচালক	অভিনেতা/অভিনেত্রী
	অপূর্ব লাক্ষ	অমিতাভ বচ্চন, অর্জুন রামপাল প্রমুখ।
	অর্জুন সাবলোক	উদয় চোপড়া, তানিশা প্রমুখ।
	প্রকাশ ঝা	অজয় দেবগন, বিপাশা বসু প্রমুখ।
ন	বিক্রমবাট	অক্ষয় কুমার, সুনীল শেঠী, রিমি প্রমুখ।
	প্রিয়দর্শন	অক্ষয় কুমার, জন আব্রাহাম, রিমি প্রমুখ।

শিমুল-অপির নতুন বিজ্ঞাপন

দুই জনপ্রিয় তারকা শিমুল ও অপি করিম এবার জুটি বাঁধলেন আপন আহসানের পরিচালনার একটি সয়াবিন তেলের বিজ্ঞাপনে। রাসেল ও নীল-এর গীতিকথা এবং হাবিব ওয়াহিদের সঙ্গীত পরিচালনায় চমৎকার বিজ্ঞাপনী জিঙ্গেলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে এ বিজ্ঞাপনের গল্প। যেখানে চাকরিজীবী স্বামী ও স্ত্রী বৃষ্টির দিনে অফিস ফেরত দু'জনে একসঙ্গে রান্না করছেন রাতে খাবার জন্য। যেখানে দু'জনের হাসি-আনন্দের প্রকাশ ভঙ্গি নিয়ে ক্রমশ এগিয়ে যাবে হাস্যরসাত্মক এ বিজ্ঞাপনী গল্পের দৃশ্যগুলো। বিজ্ঞাপন প্রসঙ্গে মেঘনা গ্রুপের জিএম শাহীনের ভাষ্য, হাস্যরসাত্মক ও রোমান্টিক দৃশ্য সংবলিত এ বিজ্ঞাপনটি তেলের বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা তুলে ধরবে। কেননা এই প্রথম কোন তেলের বিজ্ঞাপনে তেলের কোন গুণ-কীর্তন দেখানো বা বলা হয়নি। আর পুরো বিজ্ঞাপনটি নির্মাণগত দিকে থেকে সময়োপযোগী এবং মানসম্পন্ন। সেই সঙ্গে শিমুল ও অপি জুটির পারফরমেন্সও বেশ প্রশং

বিজ্ঞাপনের শুটিং-এর আগে শিমুল-অপিকে দৃশ্য বুঝিয়ে দিচ্ছেন আপন

□ আনন্দ নগর রিপোর্ট

অমিয়া মতিনের চার নম্বর

গত ২২ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ঢাকার জার্মান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হল প্রবাসী শিল্পী অমিয়া মতিনের গাওয়া আবু হেনা মোস্তফা কামালের লেখা গানের একটি অ্যালবাম প্রকাশনা উৎসব। আধুনিক বাংলা গানের ভুবনে বাণী মাধুর্যে সমৃদ্ধ গানের রচয়িতা হিসেবে আবু হেনা মোস্তফা কামাল একটি অবিস্মরণীয় নাম। উনিশশ' পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে তার লেখা সে অসংখ্য গান রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারিত হয়ে বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিল, আজকের শ্রোতাদের কাছে তা বহুলাংশে অপরিচিত। বর্তমান সময়ের মননশীল ও রুচিশীল শ্রোতাদের বিশেষ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যকে সামনে রেখেই অমিয়া মতিন আবু হেনা মোস্তফা কামালের গানের এ অ্যালবামটি প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছেন। এটি অমিয়া মতিনের ৪ নম্বর একক অ্যালবাম।

আবু হেনা মোস্তফা কামালের অসংখ্য জনপ্রিয় গানের ভেতর থেকে তিনি চৌদ্দটি গান 'জানি না... কেন যে ভাল লাগে' শিরোনামের এ অ্যালবামটির জন্য বাছাই করেছেন। এর মধ্যে চারটি গান পুরনো সুরে গাওয়া হয়েছে এবং দশটি গানে নতুন সুর দেয়া হয়েছে। এ দশটি গানের চারটিতে অনুপ ভট্টাচার্য, চারটিতে প্রণব ঘোষ এবং দুটিতে কবিপুত্র সুজিত মোস্তফা সুর দিয়েছেন।

আজ আরটিভির আনুষ্ঠা সম্প্রচার শুরু

আজ থেকে শুরু হতে যাচ্ছে নতুন স্যা চ্যানেল আর টিভির আনুষ্ঠানিক সম্প্রচার। বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে সম্ উদ্বোধন করবেন রাষ্ট্রপতি অধ্যাপ ইয়াজউদ্দিন আহমেদ। বাংলাদেশের বে টিভি চ্যানেলগুলোর মধ্যে আরটিভিই উদ্বো থেকে ২৪ ঘন্টা অনুষ্ঠান সম্প্রচার করবে। ১ ডিসেম্বর থেকেই এই চ্যানেল পরী সম্প্রচার শুরু করেছিল।

কদিন প্রতিদিন

মানুষ

যখন নির্বাসনে মুগ্ধ চিত্রাঙ্গদার রো বাহন'-এর চ্ছে ডালু। তবে য মতবাদ হচ্ছে রাজা ভাগ্যচক্র সিংয়ের বংশধর ডালু সম্প্রদায়।

ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক । এ জাতি গোষ্ঠীর শ'রও কিছু কম। জলার নালিতাবাড়ী গাঁও, পলাশী, জেলার হালুয়াঘাট কুড়া ও মনিকুড়া ন্তক হলে কী হবে, বন ও বর্ণাঢ্য

র ঢালে এদের বাস ছ ডালু। ডালু নটি মতবাদ দের উদ্ভব পাল লীন নাম মতে, মহাভারতের ইল তখন অর্জুনের ত 'বুবরো বাহন'-

সুজালো সিংয়ের বংশধররা

এর ঔরসজাত সন্তান হচ্ছে ডালু। তবে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মতবাদ হচ্ছে ডালুরা মণিপুরী। রাজা ভাগ্যচক্র সিংয়ের ছেলে সুজালোসিংয়ের বংশধর হল এ ডালু সম্প্রদায়। সত্যি যাই হোক তবে এ কথা নিশ্চিত যে, ইতিহাসের নানা ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে আজও এ দেশে টিকে আছে আজকের ডালু সম্প্রদায়। চেষ্টা করছে নিজস্ব সংস্কৃতি, কৃষ্টিকে ধরে রাখার। তাদের যদিও পূর্ণাঙ্গ ভাষা নেই তারপরও তাদের রয়েছে কিছু নিজস্ব শব্দভাণ্ডার, আর সেগুলো শুনতেও বেশ মজার যেমন- কিরিং, কারাং (এলোমেলো), বঙবঙা (অবুঝ), কিদং (কেমন) প্রভৃতি। ডালুদের রয়েছে নিজস্ব উৎসব, তার মধ্যে প্রধান দুটি হল ফাল্গুনী পূর্ণিমা ও নবান্ন উৎসব। ফাল্গুনী পূর্ণিমার প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে বৃন্দাবনী নাচ- দেখার মতো দৃশ্য বটে। আর নবান্ন উৎসব পালন করা হয় ফসল ঘরে তোলার সময় অগ্রহায়ণ মাসের শেষ সপ্তাহে। শেষ সপ্তাহের বুধবার সব বাড়ি বাড়ি প্রদক্ষিণ করে সংকীর্তণ করে ডালু যুবক-যুবতীরা। বৃহস্পতিবার সারাদিন ধরে চলে ভোজ উৎসব।

ভোজ উৎসবের মধ্যে দিয়ে শেষ হয় নবান্ন উৎসব।

ডালুদের রয়েছে গানের এক নিজস্ব ভুবন। আর

সে গানেরও রয়েছে শিল্পমূল্য ও সামাজিক মূল্য।

যেমন- ডালু যুবক এক ডালু যুবতীকে প্রেম নিবেদন করছে-

...কাঁখের কলসী দেইখ্যা লাগিল তিরাস
(তৃষ্ণা)'

প্রত্যুত্তরে যুবতী বলছে-

'আমার দেশের চুয়ার (ঝর্ণার) পানি
নারকেলের স্বাদ
যদি বন্ধু খাইবার চাওরে থাক পরবাস'।

ডালু কৃষকরা যখন মাঠে কাজ করে বীজ বোনে তখন এরা আরেকটি গান গায়-

'শোন শোন বন্ধুরে ভায়া
তুমি অতি সুন্দর ব্রাহ্মণের মেয়ে
যখনি ব্রাহ্মণী নেমে আসে জলে
তখনও বন্ধুয়া কদমের ডালে...'

কিন্তু নানা কারণে সাম্প্রদায়িক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন বাংলাদেশ থেকে বিপন্ন হতে চলেছে এ ডালু সম্প্রদায়। সংখ্যা স্বল্পতা ও বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার আনুকূল্যও এরা পায়নি খুব একটা। ফলে অনেকটা নীরবেই লোপ পেতে যাচ্ছে এ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীটি এবং তাদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড।

আজকে অনেকেই জানে না যে ডালু নামে একটি আদিবাসী সম্প্রদায় আছে বরং ডালুকে অনেকে গারো বা চাকমা সম্প্রদায়ের মনে করে। এ সাংস্কৃতিক আগ্রাসন থেকে এ বর্ণাঢ্যময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবাহী ডালু সম্প্রদায়কে রক্ষার মাধ্যমে বড় বড় জাতিগোষ্ঠীর পাশাপাশি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম, প্রান্তিক থেকে প্রান্তিকতম জাতিগোষ্ঠীর জনগণের মৌলিক ও সমঅধিকার নিশ্চিত করা জরুরি হয়ে পড়েছে।

□ এহসান হাবীব

বিশ্বসেরা ক্লাসিক

উইলিয়াম টেল

৩৯

অনুবাদ : সৈয়দ সাইফুর রহমা

দিনটি কেমন যাবে

২৬ ডিসেম্বর, ২০০৫

আজ জন্মগ্রহণ করায় আপনি মকর রাশির জাতক-জাতিকা।

আপনার সঠিক জন্মসংখ্যা নয়, চালিকাগ্র শনি, রাশিগত বৈশিষ্ট্য মৃন্ময়, রাশিসংখ্যা শুভ রঙ বটল গ্রিন, মেরুন ও কমলা, শুভ দিন শনিবার ও বুধবার, শুভ সংখ্যা ১ ও ৬।

মেষ : ২১ মার্চ-২০ এপ্রিল

প্রিয়জনের সহযোগিতায় ব্যবসায় লাভবান হতে পারেন। পাওনা টাকা আদায়ে সহজ হবে। যাত্রা শুভ।

বৃষ : ২১ এপ্রিল-২০ মে

জরুরি কাজে অন্যের ওপর ভরসা করা ঠি হবে না। আর্থিক লেনদেন শুভ। প্রেম ও রোমান্স শুভ।

মিথুন : ২১ মে-২০ জুন

র্টুন রঙ্গ

আজকের ছড়া

আজ

২৬ ডিসেম্বর

জন্ম : কবি টমাস গ্রে ১৭১৬, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী আভা আলম ১৯৪৭